সমকাল

তারিখ ... 14 MAY 2018 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ১ ...

কোটা আন্দোলন

ক্লাস-পরীক্ষা বর্জনের ঘোষণা

■ সমকাল ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক

প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণার পরও কোটা বাতিলে প্রজ্ঞাপন না হওয়ায় আজ থেকে সব কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে অনির্দিষ্টকালের জন্য ক্লাস-পরীক্ষা বর্জনের ঘোষণা দিয়েছে বাংলাদেশ সাধারণ ছাত্র অধিকার সংরক্ষণ পরিষদ। গতকাল দুপুরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) টিএসসি এলাকায় বিক্ষোভ মিছিল-পরবর্তী সমাবেশে এ ঘোষণা দেন পরিষদের আহ্বায়ক হাসান আল মামুন। একই দাবিতে গতকাল পূর্বঘোষিত কর্মসূচি অনুযায়ী চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, এমসি কলেজ ও কুষ্টিয়ার ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা বিক্ষোভ করেছেন।

এদিকে সরকারি চাকরিতে কোটা পদ্ধতি পর্যালোচনায় কমিটির গঠনে আজ সোমবার প্রজ্ঞাপন হতে পারে। বৃহস্পতিবার মন্ত্রিপরিষদ সচিব মোহাম্মদ শফিউল আলমকে প্রধান করে ■ পৃষ্ঠা ১৭ : কলাম ৭

ক্লাস-পরীক্ষা বর্জনের

[প্রথম পৃষ্ঠার পর]

সাত সদস্যের কমিটি গঠনের প্রস্তাব প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে পাঠায় জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়। গতকাল রোববার পর্যন্ত এ সংক্রান্ত ফাইল ফেরত আসেনি। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, সরকারের উচ্চপর্যায় থেকে আজ এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত আসবে। এর পরই কমিটি গঠনের প্রজ্ঞাপন জারি করা হবে।

ঢাবির টিএসসিতে সমাবেশে মামুন বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতীয় সংসদে কোটা বাতিলের ঘোষণা দিলেও এখন পর্যন্ত প্রজ্ঞাপন হয়নি। আজকের মধ্যে যদি প্রজ্ঞাপন না হয় তবে আগামীকাল (সোমবার) সকাল ১০টা থেকে ছাত্রসমাজ ক্লাস-পরীক্ষা বর্জন করবে। যদি প্রজ্ঞাপন জারি হয়, তবে আমাদের পাঁচ দফার আলোকেই হতে হবে। এ সময়ে যুগ্ম-আহ্বায়ক ফারুক হাসান বলেন, সম্প্রতি দেশের পাঁচ জেলার নাম এক সপ্তাহের মধ্যে পরিবর্তন করা হয়েছে। তবে প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণার পর দীর্ঘ ৩২ দিন পার হলেও প্রজ্ঞাপন জারি হয়নি। আজকের মধ্যে প্রজ্ঞাপন জারি না হলে অনির্দিষ্টকালের জন্য ক্লাস-পরীক্ষা বর্জন করা হবে।

কেন্দ্রীয়ভাবে গতকাল ঢাবি এলাকায় বেলা সাড়ে ১১টায় একটি বিক্ষোভ মিছিল বের করেন কোটা সংস্কার আন্দোলনকারীরা। মিছিলটি কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের সামনে থেকে বের হয়ে মধুর ক্যান্টিন, ব্যবসায় শিক্ষা অনুষদ, বিজয় একাত্তর হল, বসুনিয়া চত্বর, ডিসি চত্বর, শহীদ মিনার হয়ে কার্জন হলের দিকে যায়। এর পর কার্জন হল ঘুরে হাইকোর্ট মোড়ে গেলে বৃষ্টি শুরু হয়। বৃষ্টি উপেক্ষা করে তারা বিক্ষোভ চালিয়ে যান। শাহবাগ হয়ে টিএসসি প্রাঙ্গণে এসে বিক্ষোভ মিছিল শেষ হয়। মিছিলে শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন ধরনের স্লোগান দেন।

সরকারি চাকরিতে কোটা সংস্কারের দাবিতে ২০১৩ সাল থেকে আন্দোলন করছে শিক্ষার্থীদের একটি অংশ। চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে ওই আন্দোলনে গতি পায়। আন্দোলনকারীদের দাবি, কোটায় ১০ শতাংশের বেশি নিয়োগ নয় এবং কোটায় যোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে মেধাতালিকা থেকে শূন্যপদ পূরণ করতে হবে। ৮ এপ্রিল শাহবাগ অবরোধ করে আন্দোলনে শুরু করেন শিক্ষার্থীরা। পুলিশ তাদের উঠিয়ে দিলে রাতভর ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া চলে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায়। ওই রাতে ঢাবি উপাচার্যের বাসভবনে অগ্নিসংযোগ, ভাংচুর ও তাণ্ডব চালায় দুর্বৃত্তরা। আলোচনা-সমালোচনার মধ্যে ১১ এপ্রিল প্রধানমন্ত্রী সংসদে ঘোষণা দেন– চাকরিতে আর কোটাই থাকবে না। তবে আদিবাসী ও প্রতিবন্ধীদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা থাকবে। কোটা বাতিলের ঘোষণার পর আন্দোলনকারীরা ক্যাম্পাসে আনন্দ মিছিল করেন এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে 'মাদার অব এডুকেশন' উপাধিতে ভূষিত করেন। এরপর তারা প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা প্রজ্ঞাপন আকারে প্রকাশের দাবি জানিয়ে আসছেন।